



292730 - গোসল ভঙ্গরে কারণগুলো কি কি?

প্রশ্ন

আমার নখ যদি লম্বা থাকে ও অপ রচ্ছন্ন থাকে তাহলে কি আমার গোসল বাতলি হয়ে যাবে? গোসলকালীন সময়ে যা কিছু গোসলকে বাতলি করে দেয় আমি ঐ বিষয়গুলো জানতে চাই। উদাহরণতঃ গোসলকালীন সময়ে পানি ফ্লোরেরে পড়ে ছটা আসা। এতে করে কি গোসল বাতলি হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

গোসল সহি হওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে। যদি এ শর্তগুলো পূরণ না হয় তাহলে গোসল বাতলি হয়ে যাবে। শর্তগুলো হচ্ছে:

প্রথম শর্ত: নিয়ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "প্রত্যকে আমল নিয়ত অনুযায়ী (ধর্তব্য) হয়। প্রত্যকে ব্যক্তি যা নিয়ত করে সটোই তার প্রাপ্য।"[সহি বুখারী (১) ও সহি মুসলিম (১৯০৭)]

তাই তার গোসলের শুরুতে এ গোসলের মাধ্যমে জানাবাত (অপবিত্রতা) উত্তোলন করার নিয়ত করতে হবে।

শাইখ ইয়ুদ্দীন বনি আব্দুস সালাম (রহঃ) বলেন:

নিয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে— ইবাদতগুলোকে অভ্যাসসমূহ থেকে পৃথক করা কিংবা ইবাদতগুলো থেকে অভ্যাসগুলোকে পৃথক করার সময় ইবাদতগুলোর স্তরভেদে নির্ধারণ করা। এর কিছু উদাহরণ হল:

১। আল্লাহর নকৈট্য হাছলিরে উদ্দেশ্যে যমেন গোসল করা হয়; সটো হল নাপাকি থেকে; আবার মানুষেরে বিভিন্ন উদ্দেশ্য যমেন- ঠাণ্ডা লাভ, পরচ্ছন্নতা অর্জন, চকিৎসা কেন্দ্রিকি কিংবা ময়লা-আবর্জনা দূর করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য থেকেও গোসল করা হয়। এই উদ্দেশ্যগুলোর প্রকেষতি যহেতে গোসল করা হয়ে থাকে তাই কোনেটি আল্লাহর নকৈট্য হাছলিরে জন্য করা হয় আর কোনেটি মানুষেরে নানা উদ্দেশ্য থেকে করা হয় সটো পৃথক করা আবশ্যকীয়।[কাওয়াদুল আহকাম (১/২০) থেকে সমাপ্ত]



গবষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিকি জিজ্ঞাসে করা হয়ছিলি:

আমি পবতির অবস্থায় গোসল করছি বিধায় বড় অপবতিরতা দূর করার নিয়ত করনি। গোসল করার শেষে আমার মনে পড়ল যে, গোসল করার আগে আমি জুনুব (অপবতির) ছলাম। তাই আমার উপর কি পুনরায় গোসল করা আবশ্যকীয়; নাকি আমি ঐ গোসলরে মাধ্যমে পবতিরতা লাভ করছি?

জবাবে তারা বলনে: যদি আপনি পরচ্ছন্নতা অর্জন ও ঠাণ্ডা লাভরে নিয়তে গোসল করে থাকনে তাহলে আপনার উপর আবশ্যক পুনরায় বড় পবতিরতা উত্তোলন করার নিয়তে গোসল করা। কনেনা আপনি প্রথম গোসলরে মাধ্যমে নিয়ত করনেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "আমলগুলো নিয়ত দ্বারা হয়ে থাকে"।

[আল-লাজনা দায়মি ললি বহুছা ওয়াল ইফতা: সালহে আল-ফাওয়ান, আব্দুল আযযি আল শাইখ, আব্দুল্লাহ্‌বনি গাদইয়ান, আব্দুর রাজ্জাক আফফি, আব্দুল আযযি বনি আব্দুল্লাহ্‌বনি বায। [ফাতাওয়াল লাজনা দায়মি (৪/১৩৩) থেকে সমাপ্ত]

দ্বিতীয় শর্ত: গোসলরে পানি পবতির হওয়া

ইবনে আব্দুল বার (রহঃ) বলনে: পানি হয়তো নাপাক দ্বারা পরবির্ততি হবে কিংবা অন্য কিছু দ্বারা পরবির্ততি হবে। যদি নাপাক দ্বারা পরবির্ততি হয় তাহলে আলমেগণ ইজমা করছেন যে, সেই পানি অপবতির ও অ-পবতিরকারী। [আত-তামহীদ (১৯/১৬)]

তাই কটে যদি গোসল শুরু করে, এরপর খয়োল করে যে, পানি নাপাক তাহলে তার কর্তব্য হল: পবতির পানি দিয়ে পুনরায় গোসল করা।

পক্ষান্তরে যে পানির ছটি এসে পড়ে ও গোসলকারীর শরীর থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে সেই পানি পবতির।

ইবনুল মুনযরি (রহঃ) বলনে:

আলমেগণ এই মর্মে ইজমা করছেন যে, যে অপবতির ব্যক্তির শরীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নাপাকি নাই সে যদি তার মুখে ও হাতে পানি ঢালে এবং সে পানি তার উপর দিয়ে, তার কাপড়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে সে পানি পবতির। কারণ সটো পবতির পানি পবতির শরীরে লগেছে...।

আলমেদের ইজমার মধ্যে রয়েছে যে, ওয়ুকারী ও গোসলকারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে লগে থাকা পানি ও ফোঁটা ফোঁটা করে কাপড়ের উপর পড়া পানি পবতির: এটি ব্যবহৃত পানি পবতির হওয়ার দললি। [আল-আওসাত (১/২৮৮) থেকে সমাপ্ত]

যদি কোন মুসলমি পবতির পানি দিয়ে গোসল করে এবং সেই পানি পবতির ফলোরের উপর পড়ে অতঃপর সেই পানির ছটি



পুনরায় শরীরে পড়ে তাহলে সটো গোসলরে শুদ্ধতার উপর বা শরীরেরে পবত্রিতার উপর কোন প্রভাব ফলেবে না।

বর্তমান যুগরে গোসলখানাগুলো: মলত্যাগরে স্থান গোসলরে স্থান থেকে আলাদা। তাই গোসলরে স্থান নাপাক হয় না। গোসলরে ফ্লোরেরে ব্যাপারে নছিক সন্দহে ধরতব্য নয়; যাতে করে ওয়াসওয়াসার পথ উন্মুক্ত না হয় এবং ফ্লোরেরে পড়া পানকি কথিবা গোসলকালে গায়ে পড়া পানরি ছটিককে নাপাক বলে হুকুম দয়ো যায় না। হ্যাঁ; য়ে ফ্লোরেরে গোসল করা হচ্ছে সেই ফ্লোরেরে নাপাকি আছে মরমে যদি জানা যায় তাহলে ভিন্নি কথা।

তৃতীয় শরত: গটো দহে পানি পট্টেছা। যাতে করে শরীরে এমন কছি না থাকে যা পানি চামড়ায় পট্টেছা বা চুলে পট্টেছাককে বাধাগ্রস্ত করে। কারণ জানাবাত বা অপবত্রিতা গটো দহেরে সাথে সম্প্কৃত।

ইমাম নববী বলেন: "তারা এই মরমে ইজমা করছেন যে, জানাবাত গটো দহে আপততি হয়।"[আল-মাজমু (১/৪৬৭) থেকে সমাপ্ত]

তাই চামড়ার উপরে যদি কোন ডাক্তারি প্লাস্টার থাকে কথিবা চুলেরে উপর এমন কোন পদার্থ থাকে বা চামড়ার উপর থাকে যা পানি পট্টেছতে বাধা দয়ে তাহলে এমতাবস্থায় গোসল শুদ্ধ হবে না। অবশ্যই এ জনিসিগুলো দূর করত হব য়ে যাতে করে গোসল শুদ্ধ হয়।

লম্বা নখরে নীচে ময়লা থাকলে অধিকাংশ ক্ষতেরে পানরি তারল্যরে কারণে সটে নিখরে নীচে পানি পট্টেছতে বাধা সৃষ্টি করে না। যদি বাধা সৃষ্টি করে তাহলে সটে যৎসামান্য বধায় ক্ষমারহ। তাছাড়া যহেতে এটি মানুষরে মাঝে ঘটটা প্রসদিধ; কনিত্তু শরয়িত ওয়ু বা গোসলকালে নখরে নীচে পানি পট্টেছনটো নশ্চিতি করার নরিদশে দয়েনি।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

যদি নখরে নীচে ময়লা থাকে: যদি তা কম হওয়ায় নখরে নীচে পানি পট্টেছতে বাধা না দয়ে তাহলে ওয়ু শুদ্ধ। আর যদি বাধা দয়ে: সক্ষেতেরে মুতাওয়াল্লি অকাট্যভাবে বলছেন যে, যথেষ্ট হব না এবং অপবত্রিতা দূর করবে না। যমেনভাবে শরীরেরে অন্য জায়গায় ময়লা থাকলেও অপবত্রিতা দূর হত না।

আল-গাজালি "আল-ইহইয়া" গ্রন্থে নশ্চিতি করনে য়ে, যথেষ্ট হব এবং ওয়ু-গোসল শুদ্ধ হব এবং প্রয়োজনরে কারণে এটি ক্ষমারহ। তিনি বলেন: যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেককে নখ কাটার নরিদশে দতিনে, নখরে নীচরে ময়লাকে অপছন্দ করতনে; কনিত্তু পুনরায় নামায পড়ার নরিদশে দনেনি।[আল-মাজমু (১/২৮৭) থেকে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

যদি যৎসামান্য নখরে ময়লা পানি পট্টেছতে বাধা দয়ে তাহলেও পবত্রিতা অরজন শুদ্ধ হব।[আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা



(৫/৩০৩) থেকে সমাপ্ত]

এই পয়েন্টে আরও বেশি জানতে 265777 নং ও 27070 নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

চতুর্থ শর্ত: এটি আলমেদরে মাঝে মতভেদেপূর্ণ বিষয়। সটেই হচ্ছে— গোসলের অঙ্গগুলোর মাঝে পরম্পরা রক্ষা করা এবং দীর্ঘ সময়ে বরিতনা ঘটা।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

"অধিকাংশ আলমে গোসলের মধ্যে বর্ছিনিতাকে গোসল বাতলিকারী হিসেবে মনে করেন না। তবে রবআি বলেন: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তা করবে আমিনে করতীর উপর পুনরায় গোসল করা আবশ্যিক। লাইছও এ কথা বলছেন। মালকে থেকে একাধিক অভিমত এসছে। ইমাম শাফয়েরি ছাত্রদেরও এক অভিমত হচ্ছে এটি।

তবে জমহুর আলমে যে মতের উপর আছেন সটেই উত্তম। গোসলে তারতীব বা ক্রমবিন্যাসই ওয়াজবি নয় সুতরাং পরম্পরাও ওয়াজবি নয়। [আল-মুগনী (১/২৯১-২৯২) সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) "যাদুল মুসতাকনী" গ্রন্থেরে ব্যাখ্যায় বলেন:

গ্রন্থাকারেরে কথার সরাসরি ভাব হল: গোসলে পরম্পরা শর্ত নয়। অতএব কটে যদি তার শরীরেরে কিছু অংশ ধৌত করে এরপর দীর্ঘ সময় পর অবশিষ্ট অংশ ধৌত করে তাহলে তার গোসল সহি। এটিই মাহাবেরে অভিমত।

কটে কটে বলছেন: পরম্পরা রক্ষা করা শর্ত। এটি ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত। বর্ণিত আছে: এটি ছাত্রদেরে অভিমত...।

এটি-অর্থাৎ পরম্পরা শর্ত হওয়াটা- অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ অভিমত। কারণ গোসল গোটাই একটি ইবাদত। তাই গোসলেরে একাংশ অপরাংশেরে উপর পরম্পরার ভিত্তিতে সংঘটিত হওয়া অনবির্ষ।

তবে, কটে যদি ওয়রেরে কারণে বর্ক্ষিত ভাগে গোসল করে; যমেন পানি শেষে হয়ে যাওয়ার কারণে এরপর যদি পানি পায় তাহলে প্রথমে যে অংশ ধুয়েছে পুনরায় সে অংশ ধোয়া আবশ্যিক হবে না। বরঞ্চ অবশিষ্টাংশ পরপূর্ণ করবে। [আল-শারহুল মুমতী (১/৩৬৫) থেকে সমাপ্ত]

তাই একজন মুসলমিরে কর্তব্য নজিরে গোসলেরে ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা। গোসলেরে অংশগুলোর মাঝে লম্বা সময়ে বর্ছিনিতা সৃষ্টি না করা; যাত করে মতভেদেরে উর্ধ্বে থাকতে পারনে এবং নামায়েরে শুদ্ধতার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারনে।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।